দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

19 MAR 1987 তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ১

001

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৯৩

প্রসঙ্গঃ পাঠ্যপুস্তক

সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি মারফত পাঠ্যপুস্তকের ভুল স্বীকার করিয়াছেন এবং এই ভুল সংশোধনের জন্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে একটি কমিটি গঠনের কথাও দেশবাসীকে জানাইয়াছেন। এভাবে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড পাঠ্যবই-এর ভুলের সাফাই গাহিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, উহা কতখানি সমীচীন হইয়াছে, তাহা অবশ্যই ভাবিবার বিষয়। কারণ একই বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহারা বলিয়াছেন, মুদ্রণের পূর্বে পাঠ্যপুস্তকে যাহাতে কোন প্রকার তথ্য ও তত্ত্বগত ভুল ও অন্যান্য প্রমাদ না থাকে তজ্জন্য বোর্ডের বিশেষজ্ঞ ও সম্পাদকদের দ্বারা পুনঃ পরীক্ষা, সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। তাহাই যদি হইয়া থাকে তবে প্রতিটি পাঠ্যবই-এ ভুলের এত ছড়াছড়ি কেন? তাছাড়া, পাঠ্যবই-এ ভুল এই প্রথম পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রতি বছরই বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ জাতীয় সংবাদ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ঘরে ঘরে এ সম্পর্কে আলোচনাও হইয়া থাকে।

অন্যদিকে কেবল পাঠ্যপুস্তকেই ভুল থাকে না; পরীক্ষার যে সমস্ত প্রশ্নপত্র ছাপার অক্ষরে পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ছাপার ভুল ছাড়াও তথ্যের ভুলও বহুবার পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সেই প্রশ্নপত্র লইয়া পত্রিকার অফিসে পর্যন্ত আসিয়াছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং টেক্সটবুক বোর্ডের শীর্ষে এত এত বিশেষজ্ঞ ও সম্পাদক টেবিল পাতিয়া বসিয়া থাকার পরও তরুণ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক কিভাবে বছরের পর বছর প্রমাদযুক্ত থাকিয়া যায়, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন না জাগিয়া পারে না।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিকূল পরিবেশের জন্য অনেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অংশকে দায়ী করিয়া থাকেন। শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব অস্বীকার করার উপায় নাই। তবে উল্লেখিত বিভ্রান্ত তরুণদের পাশাপাশি দেশের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞরাও যে কিছুমাত্র কম দায়ী নয়, তাহা টেক্সটবুক বোর্ডের পাঠ্য-পুস্তকের এ ধরনের ভুলের ঘটনায় প্রমাণিত হয়। বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী সহজবোধ্য ও সঠিক তথ্য ও তত্ত্বসম্বলিত পাঠ্যবই প্রণয়ন ও প্রকাশের দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের উপরই অর্পিত রহিয়াছে, কোন অশিক্ষিত কিংবা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর নয়। কিন্তু ওইসব বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ যদি তাহাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এ ধরনের ভুলের পাহাড় গড়িয়া তোলেন তাহা হইলে এই জাতির বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভবিষ্যৎ কোথায়?

প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতি বছরই পাঠ্যপুস্তকের যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি সিলেবাসের পরিবর্তনও হয় সমান তালে। ইহাতে, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা খাতে সরকারী ব্যয় তো বৃদ্ধি পায়ই, ছাত্র-ছাত্রী তথা অভিভাবকবৃন্দও অধিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। নতুন বই প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটিলে পুরাতন বই সংগ্রহ করিয়া অতীতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্রম শুরু করার যে সুবিধা ছিল ফি বছর নূতন নূতন বই ও পরিবর্তিত সিলেবাসের কারণে সে সুযোগ হইতে সংশ্লিষ্ট সকলে বঞ্চিত। এই অবস্থায় আমাদের অভিমত, অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বছর মেয়াদী সিলেবাস এবং পাঠ্যবই প্রণয়ন ও প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনায় দীর্ঘ সময় পাওয়া গেলে ভুলের পাহাড় বিদূরিত হইতে পারে। তবে তথ্য ও তত্ত্বগত ভুল দূর করিতে হইলে প্রকৃত জ্ঞানী ও উপযুক্ত শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের পাঠ্যবই প্রণয়নে নিয়োগ করিতে হইবে। ইতিপূর্বেও আমরা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সম্পাদনা ও প্রকাশনা পুরাপুরিভাবে বেসরকারী খাতে ন্যস্ত করিবার প্রস্তাব রাখিয়াছিলাম এবং শিক্ষাকে জাতীয়করণের যাঁতাকল হইতে মুক্তি প্রদানের আবেদন জানাইয়াছিলাম। আমাদের সেই বক্তব্যের উপরে পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিতে চাই যে, এখন হইতে আমরা আশা করিব, ভুল তথ্য ও তত্ত্বসম্বলিত বই প্রকাশের দুর্মতি যেন কাহারো না হয়। কারণ ইহাতে শিশু-কিশোররাই শুধু বিভ্রান্ত হয় না—দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ আশার আলোও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।